সংবাদ

14 MAR 2017

কিশোরগঞ্জ : শিক্ষক নেই, অখণ্ড ছুটি পেয়ে মাঠে খেলায় মত্ত শিক্ষার্থীরা -সংবাদ

কিশোরগঞ্জ গাগলাইল সর. প্রাথ. বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকসহ ৩ পদ শূন্য : লেখাপড়ায় বিঘ্ন

মোস্তফা কামাল, কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার গাগলাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনেক দিন ধরেই প্রধান শিক্ষকসহ তিনজন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ৭টি পদের মধ্যে চারজন শিক্ষক থাকলেও এদের মধ্যে একজন কয়েক মাস ধরে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে আছেন। ফলে নানা কারণে বাকি তিনজন শিক্ষকও সবাই প্রায়শই শতভাগ ক্লাস নিতে পারেন না। অসুস্থতা থাকে, আবার স্কুলের কাজে অনেক সময় একজনকে শিক্ষা অফিসে দৌড়াতে হয়। কাজেই ছাত্রছাত্রীদের তখন ক্লাস কামাই ছাড়া কোন উপায় থাকে না। অবসর কাটাতে তারা মাঠে ছুটোছুটি করে, খেলায় মত্ত থাকে। এছাড়া বিদ্যালয়ের উত্তর পাশে একটি টিনশেড স্কুলঘর মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। পেছনে একটি পুকুরের দিকের নিচের মাটি সরে গেছে। যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

বিদ্যালয়টিতে মাস চারেক আগেও ৭ জন শিক্ষকই ছিলেন। কিন্তু এদের মধ্যে একজন বদলি হয়ে গেছেন, অপর দুজন অবসরে চলে গেছেন। এরপর আর নতুন কোন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়নি। বিদ্যালয়টিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন আফরোজা বেগম। শিক্ষার্থী আছে ৩০০ জন। কিন্তু ৪ জন শিক্ষকের মধ্যেও একজন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকায় বাকি তিনজনের পক্ষে শতভাগ ক্লাস নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির প্রাক্তন সদস্য মুক্তিযোদ্ধা নূরুল হক জানান, তিনজন শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় এলাকার শিশুদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। নিয়মিত সব বিষয়ে শিশুরা স্কুলে পাঠ নিতে পারছে না। ফলে বার্ষিক পরীক্ষায় এর বিরূপ প্রভাব পড়বে বলে তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে কথা বললে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন জানান, অচিরেই নতুন নিয়োগ দিয়ে এসব শূন্য পদ পূরণ করা হবে। কেবল গাগলাইল স্কুল নয়, অন্য যেসব স্কুলে শূন্য পদ রয়েছে, সেগুলিও পূরণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।